দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 23 MAY 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

053

শিক্ষাঙ্গন

শিক্ষা ক্ষেত্রে অভিভাবকের দায়িত্ব

শিক্ষা মানুষের মূল্যবান সম্পদ এবং এই শিক্ষার কোন শেষ নেই। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষ শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে। ছোটবেলা থেকে পিতা-মাতা যদি উপযুক্ত পরিবেশ, উপকরণ এবং ভালোবাসা দিয়ে তাদের সন্তানদের মানুষ করে গড়ে তোলেন তবে সেই সন্তানেরা বড় হয়ে তাদের প্রতিভাকে ফুলের সৌরভের মতো সমাজের সকল স্তরের মানুষের মধ্যে বিলিয়ে দেবে।

বর্তমান যুগে অভিভাবকগণ ছেলে-মেয়েদের স্কুল-কলেজে পাঠিয়ে দিয়ে ভেবে থাকেন যে তারা তাদের কর্তব্য পালন করলেন এবং পাস করলে খুশী হয়ে থাকেন। কিন্তু বছর শেষে পরীক্ষায় পাস করলেই প্রকৃত বিদ্যা অর্জন করা যায় না। বাস্তবিকভাবে পিতা-মাতাকে দেখতে হবে যে তাদের সন্তানের লেখাপড়ার প্রতি মনোযোগ আছে কি-না এবং সে জ্ঞান অর্জনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল কি-না? আরো দেখতে হবে সে নিয়মিত পড়াশোনা করছে কি-না? শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যই হল জ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধা। প্রায় ক্ষেত্রেরই দেখা যায় পিতামাতার বহু কষ্টে অর্থ উপার্জন করে সন্তানদের লেখাপড়ার খরচ চালান। বেশিরভাগ অভিভাবক নিজের কর্মস্থল, কাজ রেখে, ছেলে-মেয়েদের দেখাশুনা করতে পারেন না এবং বর্তমান যুগে অভিভাবকগণ গৃহশিক্ষকদের উপর তাদের লেখাপড়ার দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে এ ব্যাপারে কিছুটা হলেও চিন্তামুক্ত হন।

কিন্তু যতো কষ্টই হোক না কেন, একটু সময় করে সন্তানের প্রতি নজর দেয়া অভিভাবকের কর্তব্য। কেননা অনেক সময় তাদের উদাসিনতার ফলে ছেলে-মেয়েরা ছোটবেলাতেই নষ্ট হয়ে যায় এবং পরবর্তী সমাজ জীবনে সমস্যা সৃষ্টি করে থাকে। বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। অপরপক্ষে পিতা-মাতারা যদি তাদের সন্তানদের প্রতি একটু যত্নশীল হন, তবে ভবিষ্যতে সেই সন্তানেরা পরিপূর্ণ মানুষরূপে গড়ে উঠে।

—শামীম নাজ শুভ্রা